সাতদিন

৬ মার্চ : জেএমবি'র সেকেন্ড ইন কমান্ড বাংলা ভাই গ্রেপ্তার।

বগুড়ায় দুই বাসের সংঘর্ষে ১৩ জন নিহত, আহত ৪০।

৭ মার্চ : জঙ্গি নেতাদের ব্যাংক হিসাবের সন্ধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অভিযান।

৮ মার্চ : মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন : বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি এখনো হতাশাজনক।

ডিএনএ পরীক্ষায় প্রমাণিত কঙ্কালটি জামালউদ্দিনের বলে শনাক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞ।

৯ মার্চ : এসএসসি, দাখিল ও সমমানের পরীক্ষা শুরু, অনুপস্থিতি ২ হাজার ৯৩০, বহিষ্কার ৫০ জন।

সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব-পুলিশের তথ্য : হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা ও ড. ইউনুসকে হত্যা করে জেএমবি।

১০ মার্চ : রাজধানীতে ২ হাজারের বেশি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ।

পঁচিশ বছর খাগড়াছড়িতে, আজ হচ্ছে ঐতিহাসিক রাজপুণ্যাহ।

১১ মার্চ : মেহেরপুরে সারের দাবিতে গুদামে কৃষকদের হামলা, লোহাগড়ায় ইউএনওর পথরোধ।

১২ মার্চ : ১৪ দলের ঘেরাও কর্মসূচিতে রাজপথ রণক্ষেত্র।

শায়খ আবদুর রহমান ফের ১০ দিনের রিমান্ডে।

আবারও প্রমাণ হলো সরকার চাইলেই পারে

চাইলে যে কোন সন্ত্রাসী বা জঙ্গিকেই গ্রেপ্তার করতে পারে। জঙ্গিরা একে একে ধরা পড়ছে। কিন্তু তাদের গডফাদাররা আছেন বহাল তবিয়তে। এবার, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে এমন প্রত্যাশা দেশবাসীর।

আরেকটি সফল অভিযান, ধরা পরলো শায়খ আবদুর রহমানের ছেলে নাবিল রহমান ও তার সহযোগী আলমগীর। মারা পড়েছে আরও চারজন। কুমিল্লার কালিয়াজুড়িতে পরিচালিত এই অভিযানটির তত্ত্বাবধান করেন র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লে: কর্নেল গুলজার।

আগে থেকে খবর পেয়ে র‍্যাবের একটি বিশেষ টিম কুমিল্লার কালিয়াজুড়ি স্কুলের পেছনে জান্নাতুল শফি নামক বাড়িটি ঘিরে ফেলে। এবং জঙ্গিদের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তাদেরকে আত্মসমপর্ণের কথা বলে। কিন্তু তারা তা না করে পরপর চারটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে তিনটি বাড়ির ভেতরে বিস্ফোরিত হয়। একটি বাইরে বিস্ফোরিত হলে র‍্যাবের দুজন সদস্য আহত হন। এরপর জঙ্গিরা আরো দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর কিছুক্ষণ পর শায়খ আবদুর রহমানের ছেলে নাবিল রহমান ও তার সহযোগী আলমগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। র‍্যাব পরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে জেএমবির বোমা পারদর্শী 'মোল্লা ওমর' নামে পরিচিত শাকিল ওরফে সাগর ও তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানসহ চারজনের ছিন্নভিন্ন লাশ উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে র‍্যাব বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও অস্ত্র উদ্ধার করে।

দেশব্যাপী অব্যাহত জঙ্গি দমন অভিযানে র‍্যাবের সফলতার মুকুটে আর একটি পালক যুক্ত হলো। আবারও প্রমাণ হলো সরকার

উদ্যোগ নিতে চাই প্রয়োজন আপনার অংশগ্রহণ

গোলাম মোর্তোজা

জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, তিনি এখন সিজোফ্রেনিয়া রোগী। গত সংখ্যায় তার ওপর লেখা পড়ে দেশ-বিদেশ থেকে আমরা প্রচুর প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। যারা যোগাযোগ করেছেন তাদের প্রায় সবারই বক্তব্য ছিল 'কী করতে পারি, আমার কিছু করার আছে কি না...' ইত্যাদি।

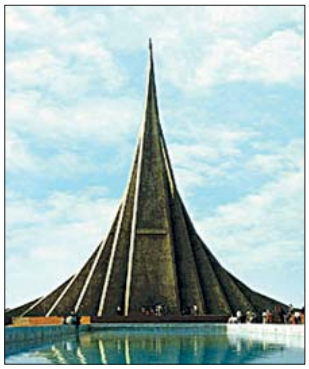

প্রিয় পাঠক আমরা উদ্যোগ নিতে চাই। প্রয়োজন আপনার অংশগ্রহণ। আমরা বিশ্বাস করি এই মহান শিল্পীর পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ আপনি আমি সবাই নিতে চাই। শিল্পী সৈয়দ মাইনুল হোসেনের বন্ধু বদরুল হায়দার এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত জানাব।

ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

০১৭৩০১৮৬১৭
info@shaptahik2000.com

খুলনা বিএনপি

কোন্দল থেকে সংঘাতের পথে

শুভ্র শচীন, খুলনা থেকে

ক্রমেই সংঘাতের দিকে যাচ্ছে খুলনা বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। মেয়র-লবী-মাজেদ বনাম হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপের দীর্ঘদিনের কোন্দল নিরসনে কেন্দ্রের কোনো হস্তক্ষেপ না থাকায় দিন দিনই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা রয়েছে বেকায়দায়। এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনসহ দলীয় কর্মসূচি পালন করছে আলাদাভাবে। গত তিন মাসেও সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়নি মহানগর বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি। নয় মাসেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি জেলা বিএনপির।

গত বছরের ২৫ অক্টোবর খুলনা মহানগর বিএনিপর কমিটি ভেঙে দিয়ে সংসদ সদস্য আলী আসগার লবীকে আহ্বায়ক করে ১২ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। এর পর থেকে হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপের দুঃসময় যাচ্ছে। এ গ্রুপের নেতা-কর্মীরা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দেয়ার দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম করলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন গ্রুপের সমর্থকরা। এর আগে কেডি ঘোষ রোডের দলীয় কার্যালয়ে মেয়র-লবী-মাজেদ গ্রুপের নেতা-কর্মীদের যাতায়াত প্রায় না থাকলেও এখন তারা নিয়মিত দলীয় কার্যালয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপের কয়েকজন নেতা-কর্মী যোগ দিয়েছেন মেয়র-লবী-মাজেদ গ্রুপে। এ অবস্থায় মেয়র-লবী-মাজেদ গ্রুপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি বিএনপি অফিসের সামনে নগর ছাত্রদলের সভাপতি মাসুদ পারভেজ বাবু ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সরফরাজ হিরোর নেতৃত্বাধীন ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ২০ নেতা-কর্মী আহত হয়। এ ঘটনায় সরফরাজ বাদী হয়ে বাবুসহ ৭ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করে। অন্যদিকে বাবু বাদী হয়ে সরফরাজের সমর্থক ১৫ জনকে আসামি করে থানায় এজাহার দিলেও পুলিশ তা মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে জিডি এন্ট্রি করেছে। বাবু হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপ এবং সরফরাজ অপর গ্রুপের অনুসারি। এ অবস্থায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে শোকজ এবং নগর ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপের কর্মী সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, মাঠের ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে গুটিকয় ব্যবসায়ী ও লুটেরার হাতে নেতৃত্ব

এম নূরুল ইসলাম দাদু

আলী আসগর লবী

দেয়ায় খুলনা বিএনপির এখন ঘোর দুর্দিন। মহাসংকটে পড়ে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের মনোবল দিন দিন ভেঙে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে জোট খুলনার সব আসন হারাবে। তারা মেয়র-লবী-মাজেদ গ্রুপের সব কর্মকান্ড প্রতিহত করার ঘোষণা দেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নগরীর আউটার স্টেডিয়ামে নগর বিএনপির কর্মী সম্মেলনস্থলে পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারির পর হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপ বিকল্প স্থান হিসেবে নগরীর সোনালী ব্যাংকের সামনের সড়কে ওই কর্মী সম্মেলন করে। খুলনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এম নূরুল ইসলাম দাদুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন, নজরুল ইসলাম মঞ্জু, মীর কায়সেদ আলী, শেখ মোশারেফ হোসেন, ইকবাল হোসেন, অধ্যক্ষ তারিকুল ইসলাম, জলিল খান কালাম, মনিরুল হাসান বাপ্পী, শাহীনুল ইসলাম পাখী, শফিকুল আলম তুহিন, ফজলে হালিম লিটন, আজিজুল হাসান দুলু, আসাদুজ্জামান মুরাদ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ওই দিন একই স্থানে একই সময়ে বিএনপির এই বিবদমান দুই গ্রুপ পাল্টাপাল্টি কর্মী সম্মেলনের আহ্বান করে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পরবর্তীতে কেএমপি অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওই এলাকায় সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ওই দিন বিকেলেই হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপের নেতৃবৃন্দ অপর গ্রুপকে এ ব্যাপারে দায়ী করে খুলনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে।

অন্যদিকে এ ঘটনার পরের দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি মেয়র-লবী-মাজেদ গ্রুপ একই ঘটনায় হুইপ-দাদু-মঞ্জু গ্রুপকে অভিযুক্ত করে স্থানীয় প্রেসক্লাবে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে।

খুলনা বিএনপির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু ২০০০-কে বলেন, 'আমি দলের মহাসচিবসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তারা অপেক্ষা করতে বলেছেন।' তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের অবস্থানে অনড়। নগর বিএনপির কথিত আহ্বায়ক কমিটি আমরা কখনো মেনে নেব না। অরাজনৈতিক নেতাদের হাতে রাজনীতির নেতৃত্ব থাকতে পারে না।'

নগর বিএনপির আহবায়ক সংসদ সদস্য আলী আসগার লবী বলেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটি নগর বিএনপির মেয়াদ উত্তীর্ণ আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে। যারা এ কমিটি মানছে না তারা বিএনপিকে ভালোবাসে না। তারা দলের গঠনতন্ত্রবিরোধী।'

ছাত্রলীগ সম্মেলন

নেতা নির্বাচন নাকি তারিখ নির্বাচন

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সম্মেলন ঘিরে চারদিকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে। দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের সম্মেলন না হওয়ার জন্য সংগঠনে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সাধারণ নেতা-কর্মীরা সম্মেলন দাবি করে এলেও বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনাগ্রহতা এ ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৮, সংখ্যা-৩৯-এ ছাত্রলীগের সম্মেলন এবং... প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে সংগঠনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। একইভাবে বর্ষ-৮, সংখ্যা ৪১-এ 'ছাত্রলীগের বর্তমান নেতৃত্ব সম্মেলন চায় না' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বিষয়টি অনুধাবন করেন। তারা সম্মেলনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। গত ১০ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছাত্রলীগের সম্মেলনের বিষয়টি তুলে ধরেন। পরবর্তীতে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সঙ্গে দেখা করলে শেখ হাসিনা আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করে দেন। শেখ হাসিনার নির্দেশ পাবার পর বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্মেলনের ব্যাপারটি অবহিত করেন। দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক জট কাটিয়ে ছাত্রলীগে সম্মেলনের মাধ্যমে সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হবে এটাই সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা প্রত্যাশা করে।

রোহিঙ্গা সমস্যা এবং বিবিসির রিপোর্ট

হাসান মুর্তাজা

সম্প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বিবিসির ওয়েবসাইটে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। 'বার্মার ভুলে যাওয়া রোহিঙ্গা' শিরোনামে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন মাইক থমসন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে দীর্ঘ সময় ধরে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এতে। মানবিক এই রিপোর্টটি অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রোহিঙ্গাবিষয়ক অনেক দরকারি প্রসঙ্গ সেখানে উপেক্ষা করে গেছেন বিবিসির সাংবাদিক।

বার্মার (বর্তমানে মিয়ানমার) সামরিক জান্তার অত্যাচার থেকে বাঁচতে ১৯৯২ সালে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা এ দেশে প্রবেশ করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রধান মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গারা অবশ্য যুগের পর যুগ নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

সীমান্ত পেরিয়ে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশের পর বিষয়টি আন্তর্জাতিক শিরোনাম হয়। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা করে পর্যায়ক্রমে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেও প্রায় ২০ হাজার শরণার্থী এখনও টেকনাফ এবং কক্সবাজারের বিভিন্ন শিবিরে রয়ে গেছে। আশপাশের এলাকায় অবৈধভাবে আরো লাখখানেক রোহিঙ্গা বাস করছে। শরনণার্থী ফেরত পাঠানোর বিষয়টি এখন একরকম ঝুলে আছে।

সাংবাদিক মাইক থমসন রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন শরণার্থীদের দুর্দশার কথা। বলেছেন, আইনগত অধিকার না দেয়ার পাশাপাশি পুলিশ এদের প্রহার করে, সামান্য কারণে কারাদন্ড দেয় এবং জোর করে শ্রমে বাধ্য করে। কক্সবাজারে তিন মিটার আয়তনের বস্তিঘরে নেয়া সাক্ষাৎকারে এক মহিলা বলেছেন, 'এমন ছোট জায়গায় থাকাটা খুবই কষ্টদায়ক। যে খাবার দেয়া হয় তা পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পায় না। গ্রামবাসীর মারধরের ভয়ে আমরা ক্যাম্পের বাইরে যাই না।' থমসন উল্লেখ করেছেন, এই ছোট্ট ঘরটিতে পরিবারের ১৬ সদস্য থাকে। এছাড়া আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা আরেক মহিলা অভিযোগ জানিয়েছেন, মিয়ানমারে পাঠানোর বিরোধিতা করায় তাকে গুলি করা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে এ এইচ মনিরুজ্জামানকে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী (ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার) হিসেবে পরিচয় দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। (এ জাতীয়

উদ্বাস্তু শিবিরের একাংশ

কোন পদ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দপ্তরে নেই) মনিরুজ্জামান বিবিসিকে বলেছেন, দেশ দরিদ্র বিধায় এতগুলো মানুষকে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ এসব রোহিঙ্গাকে কোনো রকম অত্যাচার করছে না। ইতিমধ্যে ৮ হাজার রোহিঙ্গার দেশে ফিরে যাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। বাকি ১২ হাজারও শীঘ্রই ফিরে যাবে। রিপোর্টে দেখা যায়, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর প্রধান ক্রিস্টোফার লি বাংলাদেশে সরকারের কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

রিপোর্টে থমসন অবশ্য বিরোধের অপর পক্ষ মিয়ানমারের দায়িত্বশীল কারো বক্তব্য সংযোজন করতে পারেননি। মিয়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে আসা দুজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, মিয়ানমারে পরিস্থিতি ভয়ানক। মোদ্দা কথা, রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সেখানে এমনকি তাদের হাত কেটে ফেলা হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে রিপোর্টে ধারণা দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশেও পরিস্থিতি একই রকম।

মাইক থমসনের রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারকে চাপ সৃষ্টির কোনো চেষ্টা নেই। দায় সব ফেলা হয়েছে বাংলাদেশের কাঁধে। তাছাড়া অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গারা যে এ দেশে নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত; বিশেষত অস্ত্র ও মাদক পাচার, জঙ্গি তৎপরতা, পরিবেশের ধ্বংস সাধন- সেগুলোর কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া অনেক রোহিঙ্গা অবৈধভাবে এ দেশে ভোটার হয়েছে- এই তথ্যও চেপে যাওয়া হয়েছে। সর্বোপরি সমস্যাটির আশু সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে কোনো আহ্বানও জানানো হয়নি। সবকিছু বিবেচনা করলে বিবিসির রিপোর্টটি উদ্দেশ্যমূলক বলেই মনে হয়।

ন্যায্য শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল ও নিরাপত্তা

সম্প্রতি 'নিরাপদ কর্মস্থল ও পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ন্যায্য বাণিজ্য জোট। ৬ মার্চ ঢাকা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করেন ইনসিডিন বাংলাদেশের কর্মকর্তা ইভা সাহা। সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কর্মজীবী নারীর সভাপতি শিরিন আক্তার, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের ফরিদা ইয়াসমিন ও অ্যাডভোকেট মার্শিয়া আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য পাঠ করছেন ইনসিডিন বাংলাদেশের কর্মকর্তা ইভা সাহা। ডানে যথাক্রমে শিরিন আক্তার, ফরিদা ইয়াসমিন, মার্শিয়া আহমেদ

প্রচলিত সরকারি আইন প্রয়োগে ব্যর্থতা ও মালিক পক্ষের চরম ঔপনিবেশিক দাসত্বমূলক মনোভাব এ শিল্পের শ্রমিকদেরকে প্রতিনিয়তই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর পঙ্গুত্ববরণ করাটা যেন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিরিন আক্তার বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আর এ জন্য সরকারকেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। সহযোগী হিসেবে বিজেএমইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর কারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ কতটুকু নিশ্চিত হলো ন্যায্য বাণিজ্য জোট তা তদারকি করবে বলেও তিনি জানান।

ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রতন সরকার অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সঙ্গীতশিল্পী আলম আরা মিনু, আজম খান, লাকী আকন্দ, সঞ্জীব চৌধুরী প্রমুখের হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

লেখা ও ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**